1-10-48

ইষ্টার্ণ টকীজের সশ্রদ্ধ নিবেদন

৺যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কাহিনী অবলম্বনে

নন্দরাণীর সংসার

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা : **পশুপতি কুণ্ডু**

প্রযোজনা ও চিত্রনাট্য : **সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার**

গীতকার : **কবি শৈলেন রায়**
নৃত্যপরিচালনা : প্রহ্লাদ দাস
শব্দযন্ত্রী : পরিতোষ বোস
শিল্প-নির্দ্দেশক : বিজয় বোস
রূপসজ্জা : ত্রিলোচন পাল
আলোক সম্পাত : বিমল দাস

সুরশিল্পী : গোপেন মল্লিক
চিত্রশিল্পী : বিভূতি দাস
রাসায়নিক : জগৎ রায়চৌধুরী
স্থির চিত্রশিল্পী : সমর বন্দ্যোপাধ্যায়
সজ্জাকর : সন্তোষ নাথ
যন্ত্র-সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্টা

—সহকারী—

পরিচালনায় : অমিয় ঘোষ, সরোজ ব্যানার্জি, নির্ম্মল সরকার, কনক বরণ সেন, সুধীর মুখার্জি ও সন্তোষ সেনগুপ্ত।

সঙ্গীত পরিচালনায় : গৌরী কেদার ভট্টাচার্য্য।

চিত্রগ্রহনে : রতন দাস, সুধাংশু ঘোষ, বীরেন কুশারী ও চুনীলাল চট্টোপাধ্যায়।

শব্দগ্রহণে : দুর্গাদাস মিত্র ও জগদীশ চক্রবর্ত্তী।

রসায়নাগারে : নিরঞ্জন সাহা, ভগবন্ধু বোস, প্রফুল্ল মুখার্জি, দুর্গাদাস বোস ও নবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্যবস্থাপনায় : অতুল স্বর্ণকার।

রূপসজ্জা : সুরেশ রায়।

আলোক সম্পাতে : নিত্যানন্দ, বিজয়, লালমোহন, রবীন, ইন্দ্রমনি, লক্ষ্মীনারায়ণ ও হরি।

—ভূমিকায়—

ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য্য, হরিধন, আদিত্য, সন্তোষ দাস, মনি, প্রদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি

ও

রাণীবালা, শান্তি গুপ্তা, বনানী, গীতশ্রী, ছন্দা, বীণা, গীতা, যমুনা প্রভৃতি।

নিজস্ব ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও হাউসটন অটোমেটিকে পরিস্ফুটিত।

দি নিউ ক্যানাল রাইস মিল, রাঘব মেলা (হরিপুর, দিনাজপুর) ও চন্দ্রনাথ পরিষদের সহযোগীতায় যথাক্রমে ধান কলের, মেলার ও বইএর দৃশ্যাদি গৃহীত হইয়াছে।

নন্দরাণীর সংসার

নন্দরাণীর সংসার——স্বামী মহিমারঞ্জন, মানুষ করা ছেলে বিজয় আর দুই মেয়ে জ্যোৎস্না ও পূর্ণিমাকে নিয়েই সীমাবদ্ধ। আত্মীয়ের মধ্যে আছে জ্যোৎস্নার স্বামী বিকাশ আর থেকেও নেই নন্দরাণীর মামা—জমিদার পরেশ চৌধুরী। বাইশ বছর আগে নন্দরাণীর দিদি বিধবা সৌদামিনীকে বিয়ে করতে চাওয়ায় সেই যে পরেশ চৌধুরী মহিমারঞ্জনকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তারপর থেকে তার সঙ্গে কোন যোগাযোগই সে আর রাখে নি। পিতৃবন্ধু পরেশ চৌধুরীর আশ্রয় হারিয়ে সহায় সম্পদহীন মহিমারঞ্জন দীর্ঘ বাইশ বছরের অসাধারণ অধ্যবসায়ে অনেকগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানা স্থাপন করে নিজের ও দেশের প্রভূত উন্নতি করেছে। বহু-অর্থব্যয়ে ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত গ্রামটিকে তার বাবার নাম দিয়ে একটি আদর্শ সহরে রূপান্তরিত করেছে। আজীবন পরিশ্রমের ফল সে পেয়েছে—আকাঙ্খা করবার মত তার বা নন্দরাণীর আজ আর কিছুই নেই।

ইদানিং যুদ্ধের দরুণ ধান, গম ও সরষের অভাবে কলগুলির কাজ কমে গেছে, তাই এবার মহিমের গৃহদেবতা রাধাকৃষ্ণের ফুলদোল উপলক্ষে একটি মেলার আয়োজন চল্‌ছে : বিজয় এবং রাজ্যেশ্বরের ধারণা যে মেলাটা ভালো হ'লে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ন্যায্য-দামে

যোগাড় হবে আর মহিমারঞ্জনের ইচ্ছে যে এই মেলার উদ্বোধন করার জন্য পরেশ চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করে বাইশ বছরের পুরাণো ঝগড়া মিটিয়ে ফেলবে আর সেই জন্যই পরেশ চৌধুরীর ছেলে অমরেশকে কোলকাতা থেকে আস্‌তে লিখেছে। অমরেশ এলো মতিলালকে সঙ্গে নিয়ে—মতিলালের সঙ্গে তার ট্রেনে আলাপ। কথায় কথায় যোগেশ নগরে কোন হোটেল নেই আর সেইদিনই ফিরে যাবার কোন ট্রেনও নেই শুনে মতিলাল ঘাবড়ে গিয়েছিল—তাই সে তাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছে। মতিলাল অমরেশকে বলেছে যে সে মেলা দেখতে এবং মহিমারঞ্জনের কাছে ব্যবসা শিখতে যাচ্ছে কিন্তু আসলে তার আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে মহিমারঞ্জনের সমস্ত ব্যবসার অবস্থা দেখে তাঁকে দু'লাখ টাকা ধার দেওয়া চলে কি না তাই জানা। মহিমারঞ্জন Stable Banking Corporation থেকে এই টাকা ধার চেয়েছিল তার সমস্ত ব্যবসা আরও বাড়ানোর জন্যে। কিন্তু এর মধ্যেই মহিমের অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে তার বাল্য বন্ধু রঞ্জিতের শেয়ার বাজারের লোকসান মেটাতে।

দু'লাখ টাকা খরচ করেও মহিম রঞ্জিতকে বাঁচাতে পারলো না—পাওনাদারেরা তার সমস্ত সম্পত্তি নীলামে তুললো। বাধ্য হয়েই মহিমকে যেতে হ'লো তাদের বাড়ীটা তাদেরই জন্যে কিনে রাখতে। কিন্তু নীলামে বাড়ীর দাম উঠে গেল ১,০২,০০০৲। অত্যন্ত হিসেবী মহিম এত টাকা দিয়ে পাড়াগাঁয়ে একটা বাড়ী কিন্‌তে রাজী নয়—আর অত টাকাও তখন তার নেই। কিন্তু রঞ্জিতের একমাত্র সন্তান—যার সঙ্গে মহিম বিজয়ের বিয়ের সব ঠিক করে রেখেছে—সেই শীলার "আমাদের বাড়ীতে এসে অপরে বাস করবে সে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না" মিনতি—মহিমের সমস্ত সঙ্কল্প টলিয়ে দেয়—আপনা থেকেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—১,০২,১০০৲। বাড়ী কেনা হ'লো—শীলা সন্তুষ্ট হ'লো, রঞ্জিতও বাস্তুহারা হওয়ার লজ্জা থেকে বাঁচলো কিন্তু মহিমের কি হবে—এমন ভুল ত সে কখনও করে না। নীলামে কেনা জিনিষের দাম দেবারই মত টাকা তার নেই আবার তার উপরে কারিগরদের হপ্তা দিতে হবে, মেলার জন্যে প্রচুর খরচ করতে হবে আর ধান, গম, সরষে কিন্‌তেও লাগবে অনেক টাকা। এই সমস্ত টাকা না পেলে দু'দিন পরে তাকেও রঞ্জিতের মতই সর্ব্বশান্ত হতে

হবে—বুঝে না চলার জন্যে কারও কাছ থেকেই সে সহানুভূতি পাবে না। সব শুনে অমরেশ তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে : আমার হাজার তিরিশেক টাকা আছে, কালই এনে দেবো আর বাকী টাকাটাও বাবাকে বলে তোমাকে দেবার ব্যবস্থা করবো।

অমরেশ মহিমকে পরেশ চৌধুরীর কাছে নিয়ে এলো। মহিমকে দেখে পরেশ চৌধুরী আনন্দিত হ'লো এবং তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরের দিনেই দু'বছরের ছেলেটিকে নিয়ে

সৌদামিনীর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় মহিমের কোন হাত ছিল না জেনে নিশ্চিন্ত হ'লো। সৌদামিনী আর তার ছেলে কোথায় আছে তাও মহিম জানে না শুনে মহিমকে এতদিন সন্দেহের চক্ষে দেখার জন্যে পরেশ চৌধুরী অনুতাপ করতে লাগলো। বাইশ বছরের ঝগড়া বাহ্যতঃ আজ মিটে গেল—মেলার উদ্বোধন করে মহিমের বাড়ীতে পরেশ চৌধুরী খেতে যাবে আর সেই সময়েই খাতাপত্র দেখে মহিমকে দু'লাখ টাকা দেবে এই ঠিক হ'লো।

এদিকে বিকাশ মতিলালকে শিখণ্ডি ক'রে শীলা আর পূর্ণিমাকে উত্যক্ত ক'রে তুলেছে—মতিলালও যেন একটু জড়িয়ে পড়ছে, মাঝে মাঝে পূর্ণিমার দিকে চেয়ে দেখে সেও তারই দিকে চেয়ে আছে, চোখাচখি হলেই একটু হেসে পূর্ণিমা অন্য দিকে দেখে। প্রথম দিনেই মতিলাল জান্‌তে পারলো যে মহিমারঞ্জন অত্যন্ত ভালো লোক এবং তার টাকার দরকার অত্যন্ত বেশী তাই দ্বিতীয় দিনেই সে কলকাতায় ফিরে গিয়ে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেকটার তার বাবাকে সব বলবে ঠিক করলে কিন্তু মহিম আর নিশ্চয় তার চলে যেতে চাওয়ার আসল কারণ না জেনে তাকে আট্‌কে রাখলে।

মহিমের খাতা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরেশ চৌধুরী দেখলে যে মহিম রঞ্জিতের যে বাড়ী আর গাড়ী কিনেছিল তাই বাঁধা রেখে ব্যাঙ্ক থেকে বিজয়ের নামে ৫৬,০০০৲ ধার নিয়েছে। অত্যন্ত নিরুপায়

হয়েই মহিমকে কিছু না জানিয়েই নীলামের টাকা দেবার জন্য এবং কারিকরদের হপ্তা দেবার জন্যই বিজয় এই টাকা নিয়েছিল ; পরেশ চৌধুরী টাকা দিলেই ব্যাঙ্কের এই টাকা শোধ করে দেবে—এই ছিল বিজয়ের ইচ্ছে। কিন্তু মহিমকে না জানিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নেওয়া যায় শুনে পরেশ চৌধুরী সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে—সমস্ত খাতা ভাল ক'রে না দেখে টাকা সে দিতে পারবে না ব'লে সেদিনকার মত খাতা দেখা বন্ধ রেখে নন্দরাণীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বাড়ীর ভিতর গেল। নন্দরাণী প্রণাম করার পরেই যে প্রণাম করতে এলো তাকে দেখেই পরেশ চৌধুরী চম্‌কে উঠে বল্লে—"কে ? সত্‌ ? তাহলে মহিম, তোমার শুধু ব্যবসাতেই গোলমাল নয়—সংসারেও গোলমাল পুষে রেখেছ ? এসো অমরেশ এখানে আর এক দণ্ডও নয়।" বৃদ্ধ জমিদার রাগে উন্মত্ত হয়ে ফিরে যেতে চায়। অপমানে মহিমারঞ্জন নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে, কোন অন্যায় না করেও এ কী কঠিন শাস্তি পাচ্ছে সে ! সম্পূর্ণ সৎ উপায়ে এত পরিশ্রম করে সে যে বিত্ত ও যশ উপার্জ্জন করেছিল। সেই সমস্তই কি সম্পূর্ণ অকারণে নষ্ট হ'য়ে যাবে ? এর পরিণতি ছবির পর্দ্দায় আপনি দেখিতে পাবেন।

গান

(১)

এ গান আমার সুর পেল যে কাকলী আর কল্লোলে
পাখীর গানে ঝরণা ধারার হিল্লোলে
সবাই বলে কি দিবি তোর কি বা আছে
গানের বাসা বেঁধেছি মোর বুকের মাঝে
আলোছায়ার সুরখানি মোর হিয়ায় হিয়ায় তাই দোলে
কাকলী আর কল্লোলে—

ফুল বলে গো আমার লাগি
তোমার ছিল সুর
কুঁড়ির বুকের গন্ধখানি তাই এত মধুর গো
তাই এত মধুর
দখিন বাতাস বারে বারে সুধায় মোরে
সুরটি তোমার শিখি বল কেমন করে গো কেমন করে
অকারণের গানখানি মোর অকারণেই যায় বলে
কাকলী আর কল্লোলে।

—মীনা

(২)

শুক—কে জেতে কে হারে সারী কে জেতে কে হারে
সারী—কে জেতে কে হারে শুক কে জেতে কে হারে
শু—আমার কৃষ্ণ ঘনশ্যাম মদনমোহন
সা—ননী চুরি করে আর চুরি করে মন
বাঁশীর সুরে সে যে ডাকে আমার রাধারে
কে জেতে কে হারে গো কে জেতে কে হারে
শু—আমার কৃষ্ণ প্রাণকৃষ্ণ নব ঘনশ্যাম
সা—শ্রবণে শুনিতে নারি কালিয়ার নাম
কালার কলঙ্কে হল গোকুল কালারে
কে জেতে কে হারে গো……
শু—আমার কৃষ্ণ বনমালী শ্যাম গিরিধারী
সা—রাধার পিরীতির লাগি হয়েছে ভিখারী
(আর) ব্রজের রাখাল ছেলে জানি তাহারে
কে জেতে কে হারে গো……
রাধার কুলে কালী দেছে কলঙ্কী সে শ্যাম
শু—কুল খেয়েছে কুল খেয়েছে
তাইতো রাই কলঙ্কিনী নাম
সা—কালার জ্বালা বড় জ্বালা বিষম জ্বালারে
কে জেতে কে হারে গো……
শু—শ্যামের লাগি তোমার রাধা জনম ভরে কাঁদে
সা—তোমার শ্যাম আমার রাধার চরণ ধরে সাধে
(আর) রাই চরণে রাখাল রাজার পরাণ বাঁধারে
শুক ও সারী-(আর) রাই চরণে রাখাল রাজার পরাণ বাঁধারে
কে জেতে কে হারে গো……।

(৩)

মধুরাতে নিরালাতে কাছে এসো আরো কাছে
জাগার সাথী গো মোর মনোমাঝে
তব লাগি সুধা আছে
কাছে এসো, কাছে এসো, আরও কাছে
মোদের বাসর ঘর বেঁধেছি
মোরা বেঁধেছি প্রাণের 'পর
শত জনমের মিলন বাঁশরী এ' জনম ভরি বাজে
কাছে এসো, কাছে এসো, আরও কাছে।
হায়রে হৃদয় ! হায়রে ভিখারী, মিটিবেনা তোর আশা
যত নিবি আর যত দিবি তুই হৃদয়ের ভালবাসা,
থেনে থেনে আজি মন দোলা দেয়
দোলা দেয় অকারণ
গোপন পিয়াস নিয়ত বহিছে আজও দুজনের মাঝে
কাছে এসো, কাছে এসো, আরও কাছে
মধুরাতে নিরালাতে।

—জ্যোৎস্না

(৪)

বলা কি যায় সহজে

বুঝে নাও, বুঝে নাও চোখের ভাষা

পরাণে জাগলো বুঝি ভালবাসা ;

জানি না হায়রে কখন কেমনে হারায় যে মন

পাখী যে আকাশ ভুলে সাধ করে চায় খাঁচায় বাসা

বুঝে নাও, বুঝে নাও চোখের ভাষা

বনেতে ভ্রমর এলে কুঁড়ি যে হয় রে আকুল

(বলে) না ফুটে রই কেমন আমি যে ফুল

যে আগুন নিভবে জলে তারে কি আগুন বলে

মনে যার জলে আগুন মন পেলে তার যায় পিপাসা

বুঝে নাও, বুঝে নাও চোখের ভাষা ।

—জনৈকা নর্ত্তকী

(৫)

সঙ্কেত বাঁশী বাজে খনে খনে নীল যমুনার পারে

সে বাঁশরী শুনি, রাই বিনোদিনী চলে প্রেম অভিসারে

রাধা চলে, রাধা চলে, রাধা চলে অভিসারে

পরাণের সাথে চলে না, চলে না চরণ

পায়ে পায়ে বাধা লাগে অকারণ

রহি রহি বাঁশী বাজায় বিরহী ব্যাকুলিয়া রাধারে

শ্যামল তমালে শ্যামল ভাবিয়া

লতায়ে ধরিছে বাহুলতা দিয়া

আপন ছায়ারে শ্যাম ভাবি রাধা

ভুল করে বারে বারে

রাধা চলে, রাধা চলে, রাধা চলে অভিসারে

নীল যমুনার পারে ।

— পূর্ণিমা

মুক্তি প্রতীক্ষায়—

মহালক্ষ্মীর

মহাসম্রাট

কাহিনী ঃ—তুলসীদাস লাহিড়ী

পরিচালনা ঃ—সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার

—সঙ্গীত রচনা—
কবি শৈলেন রায়

—সঙ্গীত পরিচালনা—
গোপেন মল্লিক

ইষ্টার্ণ টকীজের

নবতম আকর্ষণ

পরশ পাথর

রচনা ও পরিচালনা—সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার

গীতি রচয়িতা ঃ—কবি শৈলেন রায়

সুরশিল্পী ঃ পবিত্র চট্টোপাধ্যায় ও গৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য

ঃ রূপায়নে ঃ

বনানী. ছন্দা, রাজলক্ষ্মী সন্ধ্যাদেবী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়,
নবদ্বীপ, পশুপতি শিবশঙ্কর, আশু প্রভৃতি।

অভিমান

পরিচালনা ঃ অমিয় ঘোষ

জলসা

পরিচালনা ঃ—সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার

Published by Eastern Talkies Limited & printed at Prosanna Printing Press
26, Bose Para Lane, Baghbazar, Calcutta.

মূল্য দুই আনা